বিপ্রতীপ ভালোবাসা

(জুলিয়া উপাখ্যান এর প্রথম পর্বের পর)

মুর্শেদুল কবির

অনিন্দ্য উপাখ্যান

অনিন্দ্য আজ অনেকদিন পর ওদের ব্যালকনিতে, ওর ছোট্ট বাগানটাতে ঢুকল। ক'দিন পরই ওর ইয়ার ফাইনাল এক্সাম। ইদানিং তাই পড়াশোনার বড্ড চাপ যাচ্ছে। প্রিয় ফুল গাছগুলোতে পানি দেবার সময়ও হয় না। ভার্সিটি থেকে ফিরতে দিন পার হয়ে যায়। আগে কত ভেবেছিলো ও, অনার্সের জীবনে বুঝিবা অফুরন্ত অবসর। এখন দেখছে উল্টোটা। প্রথমদিন সিলেবাস দেখে তো ওর হার্টফেল করার মত অবস্থা। আর ফার্স্ট ইয়ারটা যেন হুট করেই চলে গেল। ‘এই তো আর মাত্র তিনটা বছর-’ মনে মনে বল ও‘তারপরই তো এম বি এ'র জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যাচ্ছি।’ কারন লোপা আপু বলতে গেলে শর্তই দিয়ে দিয়েছেন ওকে। অনিন্দ্য একদিন কথায় কথায় জানতে চাইল-‘কেমন ছেলে পছন্দ আপনার?’ – ‘অষ্ট্রেলিয়া থেকে সদ্য এম বি এ শেষ করা মুসলমান একটা হ্যান্ডসাম ছেলে পারিবারিকভাবে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করবে।’ একটু ভেবে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বল লোপা আপু। সেই থেকে ঐ কথাটা ওর মাথায় পাকাপাকিভাবে গেঁথে আছে। ও এটাকে অনেকটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছে। সে প্রায় দু'বছর আগের কথা। কত শখ ছিলো ঢাকা ইউনোভার্সিটিতে ইংরেজীতে পড়ার। চান্সও পেয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আপুর কথা রাখতে গিয়ে ওর ঐ শখটাকে ও জলাঞ্জলি দিয়েছে। হুট করেই নর্থ সাউথ ইউনোভার্সিটিতে বিবিএ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়ে গেল। ওর প্যানের কথা এখনও বাসায় বলা হয়নি। বাবা -মা'র একমাত্র ছেলে ও, তাঁরা ওকে, বিশেষ করে ওর মাতো ওকে কিছুতেই দেশের বাইরে যেতে দিতে চাইবেন না। আশুলিয়ায় বড় খালার বাসায়ই একা যেতে দিতে তার কত আপত্তি! আর তো অষ্ট্রেলিয়া! তবুও ও যাবে, যে করেই হোক, আপুকে ও জয় করতে বদ্ধ পরিকর।

কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে হঠাৎ একদিন রং নাম্বারে আপুর সাথে পরিচয়। সেই থেকে শুরু। ওর এক বছরের সিনিয়র। ঢাকা মেডিকেল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। যদিও ও তাকে বহুবার আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে অমব ফড়বংহ্ঃ সধঃঃবৎ. মজার ব্যাপার হলো, ওদের দেখা হয়েছে মাত্র মাসখানেক আগে। অবশ্য এর আগে ও বহুবার দেখা করতে চেয়েছে এবং প্রতিবারই আপু তা বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। শেষে একদিন ভাল করে চেপে ধরল ও।

লোপা আপুই যেন ওর জীবনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ অধ্যায়। কিভাবে যে ও সারাদিন তার কথা চিন্তা করে ও নিজেও জানে না। যেদিন থেকে ও জানল হৃত্বিক তার ফেবারিট হিরো, সেদিন থেকেই হৃত্বিকের মত বডি আর হেয়ার স্টাইল করার জন্য ও উঠে পড়ে লেগেছে। আপু ওকে একদিন কি প্রসঙ্গে যেন বলেছিলো‘জানো, মাঝে মাঝে আমি পাগলের মত পড়ি। কখন রাত হয়, কখন দিন হয়, খেয়ালই থাকে না।’ ব্যস্, আর যায় কোথায়? ‘আপু পারলে আমি পারব না কেন?’- এ কথা ভেবে সেদিনই ও সিদ্ধান্ত নিল যে ও-ও রাত-দিন পড়বে।

তবে বেশী দিন দেখতে হয়নি, তিন দিন পরই ও হাল ছেড়ে দিলো -উফ্, আপু যে কি করে পারে?'- বলে। এ তিন দিনে ওর অবস্থা হালুয়া টাইট। দু চোখের নীচে কালচে দাগ পড়ে গেছে, চোখ কোটরের ভেতর চলে গেছে। আবলুশ কাঠের চেয়ারে বসে থেকে দিনের অধিকাংশ সময় কাটানোর দরুন কোমরের হাড্ডিগুলোয় যে চিনচিনে ব্যথাটার জন্ম হয়েছিলো, সেটা ক্রমেই তার রাজত্ব বিস্তার করে অনিন্দ্যর গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে চাইছিলো। সপ্তাহখানেক বিছানায় শুয়ে থেকে আর ডজনখানেক ঔষধ-পত্র গিলে শেষে রক্ষে। এসব কথা আপুকে বলাতে সে তো বাধ ভাঙ্গা হাসিতে অনিন্দ্যকে ভাসিয়ে দিল। কিছুদিন আগে লোপা আপু অনিন্দ্যকে দলছুটের একটা অডিও ক্যাসেট গিফট্ করেছে। নাম:-ওবায়োস্কোপ'। মিউজিক কম্পোজিশন সহ সেটার প্রায় প্রত্যেকটা গান ওর মুখস্থ। বাপ্পা মজুমদার হলো লোপার প্রিয় সিঙ্গারদের মধ্যে একজন। প্রতিবার গান শোনে আর খাপের গায়ের লেখাটা পড়ে - ওঅনিন্দ্যকে লোপা আপু।" ছোট্ট এই বাক্যটা খুব ছোট্ট করেই লেখা হয়েছে। আম্মুর প্রশ্নবানে র্জজরিত হবার আশঙ্কা না থাকলে এটাকেই ও বড় করে বাঁধিয়ে ওর ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখত। অবশ্য তার আগে ও বাক্যটার শেষেওভালবাসে' শব্দটা যুক্ত করে দিতো। গত রাতে হঠাৎ ও একটা কবিতা লিখে বসল। ওর কখনো এমন হয় না, গল্প-কবিতার প্রতি ওর ভীষন এর্লাজি। কিন্তু ইদানিং যে ওর কি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ আর জীবনানন্দের কবিতাগুচ্ছ কোন্ এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনে সে দু'টো এখন প্রায় নিয়মিত পড়ছে। গতকাল রাতে ও তো একটা জলজ্যান্ত কবিতাই লিখে বসল। কবিতাটির বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষরগুলো একসাথে পরপর সাজালে লোপা আপুর পুরো নাম তৈরী হয়ে যায়। সারাদিন ও যা কিছু করে, আপুকে জানানোর জন্য পাগল হয়ে যায়। এইতো সেদিন, আপুকে ফোন করল ও –

- হ্যালো, আপু কেমন আছেন? '
- কে অনিন্দ্য? আমি ভাল, তুমি?
- হ্যাঁ,ভাল আাছি, ইয়ে...আপু, আপনার একটু সময় হবে?
- কেন?
- একটু জরুরী কথা ছিল। হবে?
- কতক্ষন লাগবে?
- এই...ধরেন দুই মিনিট।
- হ্যাঁ, দুই মিনিট সময় হবে। বলো।
- আপু আমার গোল্ড ফিশটা না গত রাতে একসাথে অনেকগুলো ডিম পেড়েছে।' মহা উৎসাহে বলে যায় অনিন্দ্য। নতুবা -ওআমার নতুন কেনা গোলাপের গাছটায় টকটকে লাল একটা ফুল ফুটেছে!' কিন্তু প্রায় প্রতিবারই তিনি হতাশ গলায় বলে-ওএই তোমার জরুরী কথা?' মাঝে মাঝে এও বলে -ওশোন অনিন্দ্য, ক্লাসের অনেক পড়া জমে আছে। আমি এখন পড়তে বসব। আর কিছু বলবে?' নিজের অনীহা প্রকাশের জন্য সৌজন্যতা রক্ষা করে এরচে স্পষ্ট ভাবে আর হয়ত বলা যায় না। অনিন্দ্যর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

আপুকে নিয়ে এবারের ভ্যালেনটাইনস্ ডে'র পোগ্রামটা ফোনে ঠিক করতে হবে। মনে মনে ও পুরো ঘটনাটা সাজাল।

-হ্যালো লোপা, আমি অনি। (কল্পনায় ভালবাসার মানুষকে আপু বলা যায় না)

- অনি! কেমন আছো লক্ষী?' উৎকণ্ঠিত হয়ে বলবে লোপা। এতদিন পর?' এবার ভীষন অভিমানি স্বর।

-এতদিন কই? পরশুও তো করলাম...

-তুমি কি জান এই দু দিন আমি তোমাকে কিভাবে চেয়েছি? তোমার হার্ট তো নিরেট গ্রানাইট দিয়ে তৈরী। তোমার তো সেটা বোঝার কথা নয়' অভিমান যেন ওর কণ্ঠস্বও থেকে ঝরে ঝরেপড়ছে।

-তা হয়ত ঠিক বলেছ, তাইতো তোমায় ভালবেসেছি। তোমার নরম প্রেমে আমার হৃদয় তুলো হবে।

-হয়েছে আর পটাতে হবে না। কাল ফোন করনি কেন সেটা আগে বল।

-ক্লাসের একটা এ্যাসাইনমেন্ট ছিল...মিনমিনে গলায় বলবে, যেন লোপা বুঝতে পারে যে সে তার অপরাধ স্বীকার করছে।

-আমাকে বাদ দিয়ে কিসের এ্যাসাইনমেন্ট তোমার?' এ পর্যায়ে এসে লোপা কপট রেগে উঠবে 'আগে আমি তারপর তোমার অন্যসব কিছু।' এ পর্যায়ে আবার ও অভিমানি।

-আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তো ফোন করলাম। শোন, জরুরী কথা আছে তোমার সাথে...

-তোমার জরুরী কথা পরে রাখ, আগে বল ভ্যালেনটাইনস্ ডে তে আমরা কোথায় যাচ্ছি? তারপর তোমার জরুরী কথা ' অনিন্দ্যকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল লোপা।

-আরে এটা বলার জন্যই তো ফোন করেছি, কিন্তু সে চান্সটাই তো পেলাম না। মন দিয়ে শোন, একটা লং ড্রাইভে গেলে কেমন হয়?

-মানে?

-ধর যদি কান্ট্রি সাইডে যাই! এই ধর, এই গ্যানজ্যাইমা শহর ছেড়ে অনেক দূরে...মফস্বল কোন শহরে, অথবা আরো দূরে, গ্রামের কোন নির্জনতায়!

-সপ্ন দেখাচ্ছ?

-মোটেই না। সে সাহস আমার নেই। সিরিয়াসলি বলছি। যাবে?

-যাব মানে! তোমার সাথে আমি সৌর জগতের যে কোন জায়গায় যেতে রাজি।

-জাহান্নামেও?

-ধ্যাৎ, সব সময় ফাইজলামি!

-না মানে...ওটা সৌর জগতের বাইরে তো...তাই জিজ্ঞেস করলাম আরকি। যা হোক, আপাতত: সৌর জগতের বাইরে কোথাও যাচ্ছি না, তুমি চিন্তামুক্ত থাকতে পার।

-ফাইজলামি এখনও শেষ হয়নি?

-ফাইজলামির সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারলে আর করব না...

-ফাজিল যোগ তুমি।

-হয়নি...সুতরাং ফাইজলামি থামবে না।

-আরে ভাই অনেক হয়েছে, এবার দয়াকরে বল না কি ঠিক করেছ? আমাকে কৌতুহলে রেখে খুব মজা পাচ্ছ, তাই না?

-তা তো একটু পাচ্ছিই! আচ্ছা, যশোর গেলে কেমন হয় বলো তো? শুনেছি এসময় ওখানকার প্রকৃতি নাকি অপরুপ রুপ ধারন করে। শাইয়াজদের পিকআপটা ওদের বিজনেস পারপাসে ভ্যালেনটাইনস্ ডে'র দিন ভোর বেলায় যশোর সদরের দিকে রওনা দিবে। দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাবে। সেখানে আমাদের এক দূর সর্ম্পকের আত্নীয়ের বাসায় লাঞ্চটা সেরে নেব। তাদের বাড়ির পাশে তুমি দেখবে ধান ক্ষেতের মত দিগন্ত্ম বিস্তৃত গোলাপ ক্ষেত। সেখানে গোলাপের চাষ হয়। কিভাবে সেটা করা হয় আমরা তা চাক্ষুস দেখব। দেখতে দেখতে বোর লাগলে গাছ থেকে আম, বরই আর পেয়ারা পেড়ে খাব। তাদের এই তিনটা গাছে ঝাকরা ফল ধরে। এরপর সারাদিন আশেপাশে টো টো করে ঘুরে বেড়াব। গ্রামবাসী আমাদের দেখে ফিসফাস করবে। আমরা তাতে বিরক্ত না হয়ে পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করার চেষ্টা করব। দূরে ঘুরতে গেলে হেলিকপ্টার নেব...

-হেলিকপ্টার নেব মানে?

-ও তুমি তো জান না, যশোরে ভ্যানকে হেলিকপ্টার বলে।

-বাহ, মজা তো!

-হু,একেক দেশের একেক বুলি। এটা ছাড়াও... যেমন আমরা যেটাকে মাইক্রবাস বলি, অষ্ট্রেলিয়ায় ঐ একই জিনিসটাকে নাকি ভ্যান বলা হয়। যা বলছিলাম, রিজিকে যদি ওখানকার ডিনারও থাকে, তাহলে সে ডিনার খেয়ে আমরা রাত সাতটার নাইটকোচ ধরব। কপাল ভাল থাকলে মাঝ রাতের আগেই ঢাকা পৌঁছে যাব।

-তুমি দেখি সব গুছিয়ে রেখেছো!' অবাক কণ্ঠে বলবে লোপা।

-হু, । তবে পুরোটা এখনো গুছিয়ে উঠতে পারিনি। আমার ক্যামেরা আর কাপড় চোপড় গুলো শুধু গুছানো বাকি। সিডিউলটা কেমন হয়েছে বলতো!

-একদম ফাটাফাটি! যাকে বলে অল প্রুফ পান।

-হু, এখন সবকিছু পান মত হলেই হয়! দেখি, আংকেলকে বলে আমাদের জন্য পিকআপের ছাদে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। শোন, তুমি খুব নীল রঙ্গের একটা শাড়ী পরবে। আর আমি কি পরব লোপা?

-তুমি গাঢ় সবুজ রঙ্গের একটা টি শার্ট পরবে। আকাশের রং আর প্রকৃতির রঙ্গে আমরা দুজন একাকার হয়ে যাব।

-কিন্তু নীল আকাশ সবুজ প্রকৃতির কত দূরে থাক জানোতো?

-দূর! রোমান্টিক কথা শুরু করলেই তুমি শুধু ফোড়ন কাটো। এটা কি ঠিক?' মন খারাপ করে বল লোপা।

-একদম না।' অনিন্দ্য স্বীকার করল। দাঁড়াও, ফোড়ন কাটার প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমি তোমাকে খুব রোমান্টিক কিছু কথা শোনাচ্ছি। শোধ-বোধ। আমি খুব ছোট্ট একটা ঘটনা

বলব। খুব মনো যোগ দিয়ে শুনবে এবং আমি বলার সাথে সাথে তুমি ঘটনাটা কল্পনা করবে। ঠিক আছে?

-ঠিক আছে।' সায় দিল লোপা।

-রাতের আধার কেঁটে বিশাল একটা যান তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে। পেছন দিককার একটা সিটে তুমি আমি পাশাপাশি, তুমি আমার কাঁধে মাথা রেখে আছো, আর আমার মাথার একপাশ দিয়ে তোমার মাথাটা আমি চেপে ধরে আছি। বাইওে তখন চোখ ধাঁধানো জোছনা। গাছ পালা, বন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ফালি ফালি জোছনা একটু পরপর অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য আমাদের গায়ের উপর আছড়ে পড়ছে। তুমি তখন ঘুমোচ্ছো। তোমার ফর্সা গালের উপর দুধসাদা জোছনা ঘনঘন পড়াতে তোমাকে অদ্ভুত মায়াময় দেখাচ্ছে। মায়াবতীকে তো মায়া দেয়া উচিৎ। তাই আমি তখন আমার মুখটা তোমার মুখের খুব কাছে নিয়ে এলাম। গাড়ীর পেয়ারে বাজছে 'এস নীপ বনে ছায়াবীথী তলে, এস কর স্নান নব ধারা জলে।'

-উফ্, অনি আমি আর পারছি না, তুমি এত লোভ দেখাতে পার! ভ্যালেনটাইনস ডে'র এখনো পাঁচ পাঁচটা দিন বাকি। এই পাচঁ রাতের ঘুম তুমি নষ্ট করে দিলে।' খুব আস্তে আস্তে কথাগুলো বল লোপা।

-তাই? তাহলে আমি সত্যিই খুব দুখি:ত। লোপা শোন, আমার না কেমন গা সুড়সুড় করছে, তোমার সাথে দীর্ঘ সময় পাশাপাশি বসব ভেবে, তাও আবার নাইট কোচে!

-কে বলেছে তোমাকে পাশাপাশি বসব?' রসিকতা করে বল লোপা, 'শোন, আমি বসব মেয়েদের সিটে, একেবারে সামনের দিকে। আর তুমি ছেলেদের সিটে, পেছনের দিকে। খুব বেশী কিছু হলে দূর থেকে আমাদের খানিকটা চোখাচোখি মাঝে মাঝে হলেও হতে পারে, এর বেশী কিছু না। সুতরাং, এতে তোমার গা সুড়সুড় করার কিছু নেই।' প্রচন্ড হাসিতে ফেটে পড়ল দুজনে।

লোপ কে নিয়ে এমন সপ্ন ও প্রায়ই দেখে। আরো কত শত সপ্ন ওর মনে বাসা বেঁধে আছে। তার মধ্যে একটা হল অনেকটা সাংসারিক টাইপের সপ্ন । ছোট্ট একটা নদীর তীরে ছোট্ট একটা ডুপলেক্স বাড়ী হবে ওদের। বাড়ীটার চারপাশে নানাজাতের ফুলের বাগান থাকবে। আর সে বাড়ির ছাদে থাকবে অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটা টেলিস্কোপ। রাতে দুজনে মিলে মহাকাশের নীহারিকা দেখবে। আর থাকবে ধবধবে সাদা রংয়ের বেশ বড় সাইজের একটা দোলনা। নীহারিকা দেখতে দেখতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন দুজনে দুলবে। ওআচছা, দোলনাটা বাগানে থাকলে ভাল হয় নাকি ছাদে?' - হঠাৎ প্রশ্নটা ওর মনে উঁকি দিল -ওআপুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।' মনে মনে বল ও। এমন সময় আম্মুর গলা শোনা গেল -ওকি রে অনিন্দ্য, কি হল তোর? ফোন ধরছিস না কেন?' রান্নাঘর থেকে বল সে। ও চিন্তায় বিভোর ছিলো। আর এদিকে ফোন বেজেই চলেছে।

- হ্যালো, স্মালাইকুম, কে বলছেন?
- ভাইয়া আমি জুলিয়া।' অনেকক্ষন পর ও প্রান্ত হতে শোনা গেল।
- ও জুলিয়া, তা কি খবর? কেমন আছো?

- ভালো, খুব ভালো।' হি হি করে হাসতে হাসতে বল জুলিয়া। যেন ভাল থাকাটা অত্যন্ত মজার কিছু। কথায় কথায় হাসা এই মেয়ের একটা মুদ্রাদোষ। পাগল নাকি মেয়েটা? মাঝে মাঝে ভীষন বিরক্ত হয় অনিন্দ্য। ভুলেও যদি ও শুধায় -ওহাসছ কেন? হাসির কি হল?' তাহলেই হয়েছে! আরো তিনগুন হাসি দিয়ে ও এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয়। ওর হাসিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য অনিন্দ্য বল-ওইকবাল বাসায় আছে?'
- ভাইয়া তো সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।'- বলেই একচোট হেসে নিল ও। কি হাস্যকর একটা কান্ড ঘটে গেছে যেন! অনিন্দ্যর ধৈর্য্যের বাঁধে ভাঙ্গন ধরল। বলওফোন করেছ কেন?'
- এমনিই' - বেশ সহজ গলায় বল ও।
- এমনিই মানে?' অনিন্দ্যর কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।
- এমনিই মানে এমনিই।' আগের চেয়েও সহজ গলায় বলওকেন, এমনি এমনি ফোন করা যায় না বুঝি? আইনে নিষেধ আছে নাকি? জুলিয়া নামধারি কোন বালিকা অনিন্দ্য নামধারি কোন বালক কে প্রয়োজন ব্যতিরেকে ফোন করিতে পারিবে না, করিলে দন্ডবিধির ৪২০ ধারা মোতাবেক তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং পরবর্তীতে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হইবে। এরকম?' এবার যেন ওর হাসি আর থামতেই চায় না। একটু পর বলওজানেন, কয়েকদিন যাবৎ আমার খুব জ্বর...' ওকে শেষ করতে না দিয়েই অনিন্দ্য বলে উঠলওতাহলে বলে কেন ভালো আছো?'
- ওটা তো কথার কথা, আর তাছাড়া ...আপনার সাথে কথা বলে ভাল থাকি।
- কি? এর মানে কি?
- মানে হল, আপনার সাথে যতক্ষন কথা বলি ততক্ষন ভাল থাকি, কথা শেষ হলেই আবার জ্বর উঠা শুরু হবে।
- তাই নাকি? বাহ্ বেশ ভাল তো। আচ্ছা, এসব ফালতু কথা কোথায় পেয়েছো, জানতে পারি?
- অবশ্যই পারেন। আসলে কোথাও পাইনি, বানিয়ে বলাম। কিন্তু আমার শরীর যে খুব খারাপ সেটা বানানো না, সেটা সত্যি। জানেন, জ্বরের সাথে সাথে আবার আরেকটা ব্যাপার ঘটেছে, দুটো মিলে আমাকে একদম কাহিল করে ফেলেছে।'
- ব্যাপারটা কি?'
- সেটা তো আপনাকে বলা যাবে না।' কথাটা বলার সময় খুব মজা পেল জুলিয়া।
- আচ্ছা ঠিক আছে, এতই যখন শরীর খারাপ, তোমার তো এখন তাহলে বিছানায় শুয়ে থাকার কথা, ফোন করে অন্যকে বিরক্ত করার কথা না।' শেষের বাক্যটা ও বলতে চায়নি, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।'

এতক্ষন শুয়েই ছিলাম, একটু আগে উঠে পুরো গা স্পঙ্গ করলাম, জানেন, কি গরম পানি বেরুল! এখনও গা টা বেশ গরম, আপনি কাছে থাকলে আপনাকে বলতাম আমার কপালে হাত ছুঁয়ে আমার জ্বরটা দেখতে।' শেষের কথাটা শুনে ও খুব বিব্রত বোধ করতে লাগল, প্রতুত্তরে কি বলবে ভেবে পেল না। চলবে - - - -